ডাটা এন্ট্রি ঃ কর্ম-সংস্থানের অফুরান সুযোগ দ্বারপ্রান্তে

মাত্র সাত দিনের প্রশিক্ষণ দিয়ে এস এস সি মান হতে উচ্চতর মানের লক্ষ লক্ষ বেকারের কর্ম সংস্থান করে অপরিমেয় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব উন্নত দেশগুলোর বড় বড় প্রতিষ্ঠানের ডাটা এন্ট্রি করে। এছাড়াও উন্নত বা ধনী দেশগুলোর ডিটিপি বা প্রকাশনা, আইন, স্থাপত্য, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদির কাজ করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব – এ মুহূর্তেই। তথ্য প্রযুক্তির অভাবিত উন্নতির ফলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক মুক্তির দ্বারপ্রান্তে। প্রয়োজন শুধু সঠিক পরিকল্পনা আর আন্তরিক প্রচেষ্টার। শিল্প বিপ্লবের মতো এ সুযোগও কি আমরা মিস্ করবো? নতুন এ শিল্প এবং এর সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি ও দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে কমপিউটার জগৎ-এর পক্ষে এই প্রতিবেদনটি লিখেছেন যৌথভাবে ডঃ শাহিদা রফিক, মোঃ আবদুল কাদের ও মোস্তফা আনোয়ার স্বপন।

ক্রমবর্ধমান বিপুলায়তন জনসংখ্যার ভারে ন্যুব্জ বিপন্ন অর্থনীতির উন্নয়নশীল বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকারের মাঝে আজ হতাশা। রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে চরম অস্থিরতা নিরন্তর। অথচ কে না জানে ভাষা আন্দোলন তথা স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে সকল জাতীয় সংকটে, নানান ক্রান্তিলগ্নে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবেলায়, স্বৈরাচার উৎখাত করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কী অভূতপূর্ব শক্তি আর প্রেরণা নিয়ে আজকের এই ছাত্র-যুবকসমাজই এগিয়ে এসেছে। তাদের রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে দেশমাতৃকার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধতার মধ্যে যে সুবিশাল সুপ্ত দেশ গড়ার মানসিকতা, অর্থনৈতিক বুনিয়াদ বিনির্মাণের শক্তিমত্তা, মেধা বুদ্ধি আর মননশীলতার সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার কাছে সমগ্র পৃথিবীরও অবাক বিস্ময়ে, শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাকিয়ে থাকে অথচ এই সব লাখ লাখ তরুন এদেশেই বেকারত্বে মাথা কুটছে নৈরাজ্য ও হতাশায় জীবন কাটাচ্ছে।

বিদেশে কর্মরত বহু বাংলাদেশী পেশাজীবি বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথকে সুগম করছে। বাংলাদেশের তরুণ সম্প্রদায়ের মেধা আর বুদ্ধিমত্তা সমগ্র বিশ্বের সাথে পাল্লা দিতে পারে তার ভুরি ভুরি উদাহরণ মেলে প্রবাসে বিশেষতঃ আমেরিকায় অবস্থানরত শিক্ষিত ছাত্রযুবকদের প্রযুক্তি উদ্ভাবনা আর সৃষ্টিশীলতায় ভরা কাজের মধ্যেই। বর্তমান বিশ্বে তথ্য প্রযুক্তির সবচেয়ে দ্রুতগামী ও উন্নয়নশীল শাখা সফটওয়্যার কিংবা হার্ডওয়্যারের উন্নয়নে এরা এতটাই পারদর্শী যে নাসার মতো আমেরিকান প্রতিষ্ঠানেও তারা সফটওয়্যার সরবরাহ করছে। এমনকি বাংলাদেশের একসাথে ৩০/৪০ জন কর্মীও কোন কোন বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠানে ইলেকট্রনিক্স উন্নয়ন কর্মে মুখ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। বাংলার দুরন্ত সৃষ্টিশীল দামাল ছেলেদের এই প্রচ্ছন্ন শক্তিকে কাজে লাগিয়ে, জাতীয় অর্থনীতিতে বোঝা হয়ে থাকা লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকার যে সুসমন্বিতভাবে একটি উৎপাদনমুখী বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী জনশক্তিতে এই মুহূর্তেই রূপান্তরিত করা সম্ভব। কেবলমাত্র সঠিক সরকারী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে গড়ে তোলার পরিকল্পনা দরকার।

'মাত্র সাত দিনের প্রশিক্ষণ দিয়ে এস.এস.সি. মান হতে যে কোন মানের হাজার হাজার স্বল্প ও উচ্চ শিক্ষিত বেকার মানুষকে গার্মেন্টস শিল্পের কর্মীদের মতো ব্যাপক সংখ্যায় খুব ভালো মাইনেতে নিয়োগ করে অপরিমেয় বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের শিল্প গড়ে তোলা যায় কমপিউটারের মাধ্যমে। বেকারত্বের অভিশাপে মাথা কুটে মরা লাখ লাখ শিক্ষিত তারুণ্যকে হতাশা বঞ্চনা আর নৈরাজ্যের কবল থেকে মুক্ত করতে পারে ঠিক এক্ষুনি যে কাজটি সেটি হলো টাইপিস্টের মতো কমপিউটারে ডাটা এন্ট্রির কাজ।' স্বনাম ধন্য সাংবাদিক নাজিমউদ্দিন মোস্তান দেশের প্রখ্যাত কমপিউটার বিশেষজ্ঞ, ব্যবসায়ী, নীতি নির্ধারকদের কাছ থেকে গৃহীত সাক্ষাতকার ও আলোচনার ভিত্তিতে "জনগনের হাতে কমপিউটার চাই" প্রতিবেদনে কমপিউটার জগৎ-এর প্রথম ধারাবাহিক তিনটি সংখ্যায় অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে উপরের কথা কটি বলেছেন। এবং বাস্তবিকই সরকারের একটুখানি দৃষ্টি পড়লে সুস্থ পরিকল্পনা আর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিদেশের সাথে উদ্যোগী হয়ে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ করে ঠিক এই মুহূর্তে ডাটা এন্ট্রি শিল্প গড়ে বিদেশ থেকে অফুরান কাজ এনে বেকারত্ব মোচনের সাথে সাথে বিপুলায়তন বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পথটি খুলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চেহারাটি আমুল পাল্টে দেয়া সম্ভব।

প্রায় একই রকম আর্থসামাজিক অবস্থায় ভারত, শ্রীলংকা, ফিলিপাইন্স যেখানে ডাটা এন্ট্রি ও সফটওয়্যার রপ্তানী করে তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লবে সামিল হয়ে সারা বিশ্বে নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করার প্রয়াস চালাচ্ছে সেখানে এদেশের এতো বড় সম্ভাবনাময় শিক্ষিত যুব জনশক্তিকে আর কোনো ক্রমেই পঙ্গু করে বসিয়ে রাখার হেতু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। গার্মেন্টস শিল্পের থেকেও অনেক অনেক সুবিধা ও সহজ পন্থা সম্বলিত বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের উৎস এই ডাটা এন্ট্রির কাজে সবচাইতে বড়ো যে সুবিধা তা হলো এতে দেশেই বা বৈদেশিক মুদ্রায় আমদানী করা বিশেষ কোন কাঁচামালের দরকার পড়ে না। এখানে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ খুবই স্বল্প আর কেবলমাত্র স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়েই দক্ষ জনশক্তি গড়ে তাদের মেধা আর শ্রমকে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ব্যবহার করা সম্ভব। প্রাথমিকভাবে ডাটা এন্ট্রি দিয়ে শুরু করলে পর্যায়ক্রমে অনায়াসে অনিবার্যভাবেই সফটওয়্যার রপ্তানীর মতো আরো একটি বিরাট বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পথটি খোলা হয়ে যাবে পুরোপুরি। পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে কমপিউটার হার্ডওয়্যার উন্নয়ন সংযোজন তথা ইলেকট্রনিক্সের এবং আরো অগ্রসর হয়ে ফোটোনিক্সের বিশ্বজয়ী, যুগান্ত সৃষ্টিকারী প্রযুক্তিগত বিপ্লবে বাংলাদেশ অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সফলভাবে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

সাম্প্রতিক বিশ্বের পরিবর্তনশীল অর্থনীতিতে বিরাট ভূমিকা ইলেকট্রনিক্স তথা তথ্য প্রযুক্তির। এর বিকাশ ও সে সাথে আমেরিকা কিংবা অন্যান্য উন্নত দেশে যে বিপুল পরিমাণ তথ্য প্রসেসিং বা প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে তারই অনিবার্য ফসল হিসেবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্যে তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লবে সামিল হয়ে তথ্য প্রযুক্তির সুফলগুলো কব্জা করে বিপুলায়তন বৈদেশিক মুদ্রা ঘরে তুলবার পথটি খুলে গেছে। ডাটা এন্ট্রি, সফটওয়্যার রপ্তানী, কমপিউটার হার্ডওয়্যার তথা ইলেকট্রনিক্সের উন্নয়নের বদৌলতে নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে স্বল্প বিনিয়োগে স্বল্প সময়েই মোটা অংকের লাভ অর্জন করে দরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠীর রুটিরুজীর ব্যবস্থা করার এক অভিনব সুযোগ চলে এসেছে। আমরা এ আলোচনায় বিশ্বের প্রধান প্রধান ডাটা এন্ট্রিকারী কয়েকটি দেশের বর্তমান কর্মতৎপরতা নিয়ে আলোকপাত করব। আমাদের বাংলাদেশের জন্য ডাটা এন্ট্রির মতো সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রটিকে সামগ্রিক অবস্থার আলোকে চিহ্নিত করে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করবার উপযোগিতাকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করবো।

তুলনামূলকভাবে বেকার সমস্যাপূর্ণ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ডাটা এন্ট্রির কাজটি ছেড়ে দেয়ার প্রথম ব্যাপারটি ঘটেছিলো সেই আশির দশকের গোড়ার দিকে। আমেরিকার ওকলাহোমায় ব্যারেল প্রতি ৩০ ডলারে তেল বিক্রি হিড়িক পড়ে গেলে বড়ো বড়ো তেল কোম্পানীগুলো বিপুলসংখ্যক শ্রমিককে টানতে শুরু করলো। এতে করে অন্যান্য

ক্ষেত্রগুলোর কাজ করার জন্য শ্রমিক স্বল্পতা প্রকট হয়ে উঠলো। পরবর্তীতে কিছু বিমান কোম্পানী যারা ১৯৮৩ সালে পঁয়তাল্লিশ মিলিয়ন যাত্রীর টিকেটের ডাটা এন্ট্রির কাজে চারশত শ্রমিক অপারেটর নিয়োগ করেছিলো তারা পড়ে গেল বিপদে। তেল কোম্পানীগুলোর অব্যাহত টানের মুখে বিপুল সংখ্যক শ্রমিকদের ধরে রাখতে বিমান কোম্পানীগুলোর যা করবার তা ছিল বড়োজোর শ্রমিকদেরকে সামান্য কিছু বাড়তি সুযোগ সুবিধা ছেড়ে দেয়া। পরবর্তীকালে তারা এই সমস্যার সহজেই সমাধান খুঁজলো এভাবে—যে সব দেশে শ্রমিক ঘাটতির সম্ভাবনা নেই সে সব দেশেই ডাটা এন্ট্রির কাজ করিয়ে নেয়া যায়। আমেরিকানরা তখন পছন্দ করলো বারবাডোসকে।

অনেক দূরের আটলান্টিকের এই দ্বীপদেশটিতে চলে আসতে লাগলো আমেরিকান প্রতিষ্ঠানগুলোর লক্ষ লক্ষ পৃষ্ঠার ডাটা। প্রথম প্রথম বিমানে কুরিয়ার সার্ভিসে এবং পরবর্তীতে আরো উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে।

সম্প্রতি ব্যাপকহারে আমেরিকানরা বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠান যেমন বীমা, ব্যাংক, আর্থিক বিনিয়োগ কিংবা বিনিময়কারী প্রতিষ্ঠান, খুচরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে বলেই ডাটা এন্ট্রির কাজগুলো আরো আরো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে দূরে, বিদেশে বিভুঁয়ে। কেননা আমেরিকার তুলনায় অনেক কম খরচে প্রচুর সংখ্যক অপারেটর সহজে, সুস্থির ও নিশ্চিতরূপে কেবলমাত্র উন্নয়নশীল দেশগুলোতেই পাওয়া সম্ভব। বহু দেশের শ্রমিক অপারেটররা এখন ঘন্টায় ১ ডলারেরও কম মূল্যের বিনিময়ে ১০ হাজার থেকে বিশ হাজার কী-স্ট্রোক করবার জন্যে রীতিমতো কাড়াকাড়ি শুরু করে দিয়েছে; বাংলাদেশে যা মাত্র আধ ডলারে খুব ভালোভাবে করা সম্ভব। আর এই বিনিময় মূল্যহার উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্যে যেখানে যথেষ্ট এবং কাংখিত সেখানে আমেরিকায় সমতুল্য কাজ করাতে খরচ পড়তো পাঁচ গুণ বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার চেয়েও অনেক বেশী। আমেরিকানের কর্পোরেট কন্ট্রোলার এণ্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট স্টিফেন ও সুলিভানের মতে, আমেরিকান কোম্পানীগুলো বারবাডোসের মতো বহুদূরের দেশে তাদের ডাটা এন্ট্রির কাজ করিয়ে খরচ শতকরা পঁচিশ ভাগ থেকে শতকরা ৫০ ভাগ কমিয়ে ফেলতে সক্ষম।

(পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

তথ্য প্রযুক্তি যুগে যুগে

বলা হয়ে থাকে – এটি বিজ্ঞানের যুগ। বস্তুতঃ এটি তথ্য প্রযুক্তিরও যুগ। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি আর সভ্যতা নির্ভর করছে তথ্য আহরণ, প্রক্রিয়াকরণ সংরক্ষণ এবং বিনিময় ব্যবস্থাটির উপর। বিপুল পরিমাণ তথ্যের অনুসন্ধান, সংরক্ষণ, ব্যাপক জনসংযোগ, সভ্যতার মর্মে এই সংযোগ-এর কার্যকারিতা, এর গবেষণার জন্য আধুনিক কালে গড়ে উঠেছে প্রযুক্তির এক নতুন শাখা তথ্য প্রযুক্তি।

সভ্যতার শুরু থেকেই যখন প্রকৃতিতে সংঘটিত নানারকম ক্রিয়াকলাপ দেখে তথ্য-সংগ্রহ করেছে, অর্থবহ সংকেত রূপান্তর করে পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করে তখনই মিলেমিশে বসবাস করতে শুরু করেছে, সমাজ গড়ে উঠেছে, সভ্যতার সূত্রপাত হয়েছে। তখন থেকেই মানুষ পরস্পরের মধ্যে তথ্য বিনিময় করেছে সেই থেকেই তথ্যপ্রযুক্তির সূত্রপাত। ক্রমে এটি ছড়িয়ে পড়েছে পাড়া থেকে পাড়ায়, এক গাঁ থেকে অন্য গাঁয়ে, শহর, বন্দর নগরে দ্রব্য বিনিময় করতে গিয়ে। আর এভাবেই ব্যবসা বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে, তথ্য ছড়িয়ে পড়েছে দেশ থেকে দেশান্তরে। ক্রমশ ছোট হয়েছে পৃথিবী। তথ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তারিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বানিজ্য। এরই জন্য একের পণ্য অন্যের কাছে পৌঁছছে। শুরু হয়েছে রপ্তানী আমদানী। এমনিভাবে বিস্তৃত হয়েছে আন্তর্জাতিক তথ্য বিনিময় প্রযুক্তি। কখনও পানি পথে, মরুপথে, স্থলপথে, আবার কখনও বা আকাশপথে।

সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এমনকি মহাশূণ্যেও পরিব্যাপ্ত হতে চলছে আন্তর্জাতিক তথ্য বিনিময়ে রাজ্য।

সভ্যতার যে উষালগ্নে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিলো, সেই তখন থেকেই বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার আর সেই সাথে লাগসই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে তথ্য প্রযুক্তির চেহারাও পরিবর্তিত হয়েছে। ক্রমশ মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগানোর বিভিন্ন কৌশল উদ্ভাবন করলো সভ্যতায় সংযোজিত হলো বাশীয় শক্তির যুগ। তৈলশক্তির যুগ, বিদ্যুৎশক্তি এবং পারমানবিক শক্তির যুগ। এই শক্তিকে কাজে লাগানোর ফলে পৃথিবীর বড় বড় সব নগরে স্থাপিত হলো শিল্পকারখানা শুরু হলো যন্ত্রযুগ। সৃষ্টি হলো বিপুল পণ্যের, বিপুল তথ্যের। এবারে মানুষের চেষ্টা কি করে মানুষের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর তথ্য মানুষের দ্বারে পৌঁছানো যায়। শুরু হলো যন্ত্রের মাধ্যমে তথ্যের প্রক্রিয়াকরণের আদান-প্রদানের কাজ। এলো যান্ত্রিক যুগ। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে নানা রকম যন্ত্রপাতি আর কলাকৌশল উদ্ভব হলো। এসব প্রযুক্তি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অভূতপূর্ব প্রভাব বিস্তার করলো তথ্য প্রযুক্তিতেও এলো বিপ্লব।

যান্ত্রিক সভ্যতার সঙ্গে দেখা দিল শিল্প বিপ্লব। বিবিধ ভোগ্যবস্তু বা কিছু মানুষের প্রয়োজন, সবই যান্ত্রিক উপায়ে প্রস্তুত হতে লাগলো। এবারেও তথ্য প্রচারের পালা। শিল্পব্যবসায়ীদের স্বার্থেই এবার তথ্য প্রক্রিয়াটিও উন্নততর হলো।

সভ্যতার বয়স যত – তথ্য আদান প্রদানের বয়সও ততই বলা চলে। প্রথমদিকে মুখের আওয়াজ বা ড্রাম পিটিয়ে হতো তথ্যের প্রচার। প্রাচীন গ্রীস এবং রোমান সভ্যতায় ছিলো "Crier" অর্থাৎ তথ্য প্রচারের উদ্দ্যেশে চীৎকারকারীগণ। এরা রাজ্যের ঘটনাবলী, নানা রকম খবরাখবর, জরুরী সংবাদ সবাইকে জানাত নগরীর রাস্তায় রাস্তায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। লিপি আবিষ্কারের পর এমন একটা যুগ এলো যখন লেখার মাধ্যমে হলো তথ্যের আবির্ভাব। প্রাচীন কালের এরকম লিখিত তথ্যের এবং বিজ্ঞাপনের নিদর্শন মেলে বহু বড় বড় মিউজিয়ামে। কখনও তথ্য লিখে রাখা হতো বাড়ির দেয়ালে, দোকানের জানালায়। এরপরে এলো হ্যাণ্ডবিল। বিজ্ঞানের জগতে "ট্রাইপোগ্রাফির" আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে হলো ব্যাপক স্বাক্ষরতার সূচনা। আর এই সঙ্গে খবরের কাগজ, হ্যাণ্ডবিল এসবের মধ্য দিয়ে প্রসার লাভ করতে শুরু করলো ছাপার আকারে লিখিত তথ্য বিনিময় প্রক্রিয়া।

সভ্যতায় এর পরে এলো ইলেকট্রনিক্স-এর যুগ এর বদৌলতে উদ্ভাবিত হলো উন্নত টেলিযোগাযোগ, এবং সর্বাধুনিক কমপিউটার। যোগাযোগের জগতে আধুনিক ইলেকট্রনিক্স কৌশল সংযোজনের ফলে তথ্য প্রযুক্তিতে সংগঠিত হলো বৈপ্লবিক রূপান্তর। সময়ের পথ ধরে বাড়লো মানুষ বাড়লো প্রয়োজন সেই সঙ্গে বাড়লো বিপুল পরিমাণ তথ্য। এই বিশাল পরিমাণের তথ্য প্রক্রিয়াকরণের এবার এগিয়ে এলো কমপিউটার। ইলেকট্রনিক ডিজিটাল কমপিউটার পঞ্চাশের দশকেই যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলো এবং এর মূলনীতিও তখন থেকেই সুনির্ধারিত। ট্রানজিসটর, ইলেকট্রনিক চিপস আর সমন্বিত বর্তনীর বদৌলতে কমপিউটার আকার এখন অনেক ছোট, আর দামও সস্তা। ছোট হতে হতে এটি আজ চলে এসেছে মানুষের ঘরে ঘরে টেবিলের উপরে, ছোট একটি বাক্সে। কমপিউটারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভিডিও, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃত্রিম উপগ্রহ, মাইক্রোওয়েভ লিংক, ফ্যাক্স, টেলেক্স লেজারযুক্ত কমপ্যাক্ট ডিস্ক। আর এসবের বদৌলতে মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত তথ্য ছড়িয়ে পড়ছে, যোগাযোগ স্থাপিত হচ্ছে দূর থেকে দূরে। সম্ভব হচ্ছে তথ্য বিনিময়।

কমপিউটারের বহুল ব্যবহারের ফলে তথ্য প্রযুক্তিটি আজ প্রসারিত হচ্ছে শহর থেকে গ্রামে নগরে, বন্দরে। গড়ে উঠছে তথ্য নির্ভর এক সভ্যতা। এটি পরিচালনার জন্য তাই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তথ্য বিনিময় কেন্দ্র। তথ্য ব্যবস্থা আজ একটি মর্যাদাপূর্ণ উপার্জনের ক্ষেত্র হয়ে দাড়িয়েছে। এবং ক্রমশই অধিকসংখ্যক শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত তরুণ-তরুণী তথ্য ব্যবসার বিষয়ে আকৃষ্ট হচ্ছে।

বর্তমান যুগে আমাদের ভাগ্য বিশ্ব-প্রযুক্তির সঙ্গে জড়িত। পৃথিবীর দেশগুলো আজ একক এবং বিচ্ছিন্ন নয়। বিশ্বের বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে তথ্য-প্রযুক্তি আজ হয়ে উঠেছে আধুনিক বিশ্বের স্নায়ুকেন্দ্র। এই ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত হওয়ার উপরই নির্ভর করছে আমাদের সার্বিক উন্নতি। শিল্প, গবেষণা, শিক্ষা, সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ। এ প্রযুক্তিটি আয়ত্বের মধ্যে নিহিত আছে আমাদের বিপুল পরিমাণ আত্মশক্তির বহিঃপ্রকাশ। এতে রয়েছে উন্নত দেশগুলোর উপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ। আমাদের জাতীয় অর্থনীতির প্রধান কাঁচামাল হতে পারে এ প্রযুক্তিটি। আমাদের এই জনবহুল দেশটিতে দারিদ্র আর অভাব মোচনে এ প্রযুক্তিটি এক বিরাট ভূমিকা পালন করবে সন্দেহ নেই।

এই মুহূর্তে, প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে আমরা বিশ্বজোড়া এই তথ্য প্রযুক্তিতে ব্যাপক অংশ গ্রহণ করতে পারি ডাটা এন্ট্রি শিল্প গড়ে তুলে। পৃথিবীব্যাপী তথ্য ব্যবস্থাপনায় কমপিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে বিপুলভাবে। প্রকৃতপক্ষে পুরো তথ্য ব্যবস্থাপনাই এখন কমপিউটার নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু কমপিউটারকে দিয়ে তথ্য ব্যবস্থাপনা করাতে গেলে কমপিউটারকে তথ্য দিতে হবে এবং কমপিউটারকে তথ্য দেয়ার সহজতম, সবচেয়ে প্রচলিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একমাত্র উপায় হচ্ছে কমপিউটারের কী বোর্ড ব্যবহার করে একে তথ্য সরবরাহ করা। এভাবে কমপিউটারে উপাত্ত প্রবেশ করানোকেই আমরা বলছি ডাটা এন্ট্রি। আমাদের দেশে বিশাল সংখ্যায় স্বল্প ও উচ্চ শিক্ষিত বেকার তারুণ্যের উপস্থিতি এবং উন্নত বিশ্বের প্রয়োজন এই সুযোগ আমাদের দ্বারপ্রান্তে এনে দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তী পদক্ষেপ আমাদের তরুণদের মেধাকে আরো যথাযথভাবে ব্যবহার করে রফতানীযোগ্য সফটওয়্যার শিল্প গড়ে তোলা। তথ্য প্রযুক্তির শক্তি ও সুযোগকে অবহেলা করার অবকাশ আজ আমাদের নাই।

এক দিকে যেমন ভেতরকার অব্যাহত অর্থনৈতিক চাপের কারণেই ক্যারিবিয়ান দেশগুলো, আয়ারল্যাণ্ড, ভারত, ফিলিপাইনস ডাটা এন্ট্রির কাজ লুফে নিতে আগ্রহী হচ্ছে অন্যদিকে আমেরিকান বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানগলো ক্রমবর্ধমান অমোচনীয় শ্রমিক ঘাটতি, উচ্চ মজুরী, চাকরীর ক্ষেত্র বদল, মূল্যবোধের ক্রমাবনতির দরুণ কর্মতৎপরতায় ডাটার কারণে একরকম বাধ্য হয়েই অব্যাহত গতিতে ডাটা এন্ট্রির কাজ ছেড়ে দিচ্ছে অব্যাহত গতিতে দূর দেশে তথা আমাদের মতো জনশক্তিসম্পন্ন উন্নয়নশীল দেশে। আমেরিকায় ডাটা এন্ট্রির শ্রমিক খুঁজে না পেয়ে বারবাডোসে ডাটা স্থানান্তরকারী এরকমই একটি প্রতিষ্ঠান সিগনা কর্পোরেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেভিড ক্রিশেনবাম বলছেন যে, তাদের অর্থ আয়ের মাত্রা অতীব সন্তোষজনক এবং তারা বাৎসরিক শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ খরচ বাঁচানোর পথ পেয়েছেন এভাবেই।

বিকল্প পথসমূহ

এদিকে কিছু কিছু কোম্পানী আবার জটিলতা এড়াতে তাদের ডাটা এন্ট্রির কাজগুলো সরাসরি বিদেশ হতে না করিয়ে মধ্যস্থতাকারী সার্ভিস ব্যুরো ইত্যাদি ধরনের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করিয়ে নিতে আগ্রহী। ডাটা ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস (DMS) এরকমই একটি মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান। AMR Information Services Inc-এর ডালাস ভিত্তিক ডি এম এস কোম্পানীটি প্রতি ঘন্টায় ষাট হাজার চিকিৎসা বীমার দাবীনামার ডাটাসহ, ক্রেডিটকার্ড অ্যাপ্লিকেশনস, উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্যতালিকা, বিভিন্ন রকম সদস্যপদ আবেদনপত্রসহ নানা প্রকার ডাটা বহু দূরের দেশ সান্তো ডোমিনগো, ডোমিনিকান রিপাবলিক, বারবাডোসের বিভিন্ন ডাটা এন্ট্রির কেন্দ্রগুলোয় পাঠিয়ে থাকে। ডিএমএস কোম্পানীটির কর্মকাণ্ডে দু ধরণের কাজের সমন্বয় ঘটেছে।প্রথমতঃ বহু দূরের দেশগুলো থেকে স্বল্প খরচে স্বল্প সময়ে প্রাপ্ত প্রক্রিয়াকৃত সামগ্রী আর দ্বিতীয়তঃ নিজ দেশে বসে যথারীতি খদ্দের কোম্পানীকে নিয়মিত সেবা প্রদান।

এ মুহূর্তে পৃথিবীর একশটি বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানের কয়েকটির ডাটা এন্ট্রির জন্যে খরচ শতকরা ষাটভাগ পর্যন্ত বাঁচাতে সাহায্য করছে ডি এম এস এর প্রেসিডেন্ট উডকক্স (Woodcox) বলেছেন, তার কোম্পানী খদ্দেরদের কাছে যদিও ডাটা সংগ্রহের ক্ষেত্রে শতকরা ৯৭ ভাগ এবং এন্ট্রি ও অন্যান্য নিরীক্ষণ কর্মে শতকরা ৯৯ ভাগ নির্ভুলতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে তবুও তাঁর প্রতিষ্ঠানের নির্ভুলতা কার্যতঃ আরো অনেক বেশী।

মধ্যস্থতাকারী সার্ভিস ব্যুরোগুলো সাধারণত খদ্দের কোম্পানীসমূহকে আকর্ষণ করে থাকে প্রতিযোগিতামূলকভাবে স্বল্প মজুরীর বিনিময়ে যথা সম্ভব স্বল্পতম সময়ে সেবা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। এরা ডাটাসমূহ বারবাডোস, সানতো ডোমিনগো, ডোমিনিকান রিপাবলিক, আয়ারল্যাণ্ড, ফিলিপাইন বা অন্যান্য দূরবর্তী দেশের কেন্দ্রগুলোয় বিমানে কুরিয়ার সার্ভিসে পাঠিয়ে যথা সম্ভব দ্রুত প্রক্রিয়াকৃত ডাটা ফিরতি ফ্লাইটে ডিস্ক, টেপ আকারে সংগ্রহ করে খদ্দের কোম্পানীকে সরবরাহ করে থাকে। এছাড়া ডাটা কখনো কখনো উপগ্রহ ভূকেন্দ্রের মাধ্যমে কিংবা টেলেক্স, ফ্যাক্স-এর মাধ্যমে সরাসরি খদ্দের প্রতিষ্ঠানের কমপিউটারে অনলাইন মোডে জমা হয়। সম্প্রতি জ্যামেইকার মন্টেগো উপসাগরের কূলে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ডিজিটাল সুইচ সংযুক্ত করে পঞ্চাশ ফুট স্যাটেলাইট এ্যান্টেনার "ডিজিপোর্ট" স্থাপন করেছে। এটি প্রচুর সময় সাশ্রয় করে অন্যান্য যে কোনো আন্তর্জাতিক বিনিময় হারের চেয়ে অনেক কমখরচে যুগপৎ কণ্ঠস্বর ও ডাটা বিনিময় করে থাকে— কেননা এর বিনিময় গতি প্রতিসেকেণ্ডে ১.৫ মেগাবিট। আগেই যেমনটা বলেছি ডাটা এন্ট্রিকারী কর্মীরা কোথাও কোথাও সরাসরি অন লাইন হেলপ ব্যবহার করে খদ্দের কোম্পানীর কমপিউটারে এন্ট্রিকৃত ডাটা সরাসরি সরবরাহ করে থাকে। এই যখন অবস্থা খুব স্বাভাবিক কারণেই বিভিন্ন বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো আরো ব্যাপকভাবে ডাটা এন্ট্রির কাজ করিয়ে নেবার জন্যে কাজের স্থলকে আরও বিকল্পীকৃত করছে।

আয়ারল্যাণ্ডের জমজমাট ডাটা এন্ট্রির ব্যবসা

যেমনটি বলছিলাম বড় বড় কোম্পানীর কথা তেমনি বিশ্বের বাঘা বাঘা সিস্টেম প্রস্তুতকারী হতে শুরু করে সফটওয়্যার উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সবসময়ই তাদের নিজস্ব প্রয়োজনের কারণে ডাটা এন্ট্রি কিংবা প্রোগ্রামিং এর জন্যে অন্যদেশের মেধা আর শ্রমকে কাজে লাগাতে চেয়েছে। এটা তাদের মূলতঃ ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই জন্ম নিয়েছে। আর এরকমই একটি সুযোগ হাতিয়ে এ মুহূর্তে সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা করছে আয়ারল্যাণ্ড। ইংরেজী জানা, শিক্ষিত, বেশ কম মাইনেতে চমৎকার দায়িত্বশীলতার সাথে কর্মসম্পাদনে সক্ষম ডাটা এন্ট্রিকারী শ্রমিকে ভরপুর আয়ারল্যাণ্ডে এখন বড় বড় আমেরিকান প্রতিষ্ঠানের কাজ করানোর হিড়িক। আয়ারল্যাণ্ড সফটওয়্যার ডিরেকটরেটের পরিচালক বারি মারফি বলছেন যে, এখানে এখন যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে কাজ করাচ্ছে তাদের মধ্যে যেমনি রয়েছে অনকেগুলো বীমা কোম্পানী, যেমন মেট্রোপলিটান লাইফ, নিউইয়র্ক লাইফ, ট্রাভেলস লাইফ তেমনি রয়েছে বিশ্বখ্যাত কমপিউটার কোম্পানী যথা আইবিএম, (IBM) ডিজিটাল ইকুইপমেন্ট কর্পো. (DEC), লোটাস ডেভেলপমেন্ট কর্পো. এবং মাইক্রোসফট ইত্যাদি।

এরা সফটওয়্যার উন্নয়নের কাজও এখানে করাচ্ছে। আয়ারল্যাণ্ডের সফটওয়্যার কোম্পানীগুলোয় আনুমানিক দু' হাজার পাঁচশ প্রোগ্রামার কর্মরত। আর মাথাপিছু দশ হাজার ডলার ব্যয়ে বছরে আয়ারল্যান্ড এক হাজার কমপিউটার গ্রাজুয়েট তৈরী করছে। সমগ্র ইউরোপের ও আমেরিকার তুলনায় এখানে কম মজুরীতে কাজ পাওয়া যায় বলে আমেরিকার তথা অন্যান্য উন্নতদেশের ডাটা এন্টির কাজ চলে আসছে এখানে।

প্রতিবছর গড়ে প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ নয়া অতিরিক্তি বিদেশী প্রতিষ্ঠান কাজ নিয়ে আসছে আয়ারল্যাণ্ডে। আয়ারল্যান্ডের সরকারও আকর্ষণীয় আর্থিক প্রেরণা প্রদানের পাশাপাশি উৎপাদনের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের জন্যে প্রোগ্রামারদের কিংবা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়মিত সন্ধ্যাকালীন নিখরচা প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করছে। আর এসবেই আমেরিকান খদ্দের প্রতিষ্ঠানের খরচ শতকরা ২০ ভাগ থেকে ৩০ ভাগ বেঁচে যাচ্ছে। সিগনা কর্পোরেশন প্রতিদিন চার হাজার গ্রুপ বীমা দাবীনামা এন্ট্রি করিয়ে আনে আয়ারল্যাণ্ড থেকে। প্রতিদিন নিউইয়র্ক থেকে বিমানে কাগজপত্র আয়ারল্যান্ডের স্যানন বিমানবন্দর হয়ে লুগারিয়ায় পৌঁছায়। এন্ট্রির পর ম্যানুয়াল সমীক্ষণ, অনুমোদন ও নিরীক্ষণ শেষ পুনরায় ট্রান্সআটলান্টিকের লীজনেয়া দুটি লাইনের মাধ্যমে আমেরিকার উইণ্ডসরে সিগনার আই বি এম মেইনফ্রেম কমপিউটার কেন্দ্রে চলে আসে। ম্যাসাচুসেটস-এর মিউচুয়াল লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী তাদের প্রধান দশটি ডাটা প্রসেসিং কেন্দ্রের একটি স্থাপন করেছেন আয়ারল্যাণ্ডের টিপেরারীতে। কোম্পানীর নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট জেমস মিলারের মতে "আয়ারল্যাণ্ডের শ্রমিকরা গুণগতমান রক্ষায় এতটাই সচেতন ও আন্তরিক যে তাদেরকে এ নিয়ে তাগিদ খুব কমই দিতে হয়।" এখানে তারা খরচ বাঁচাচ্ছেন শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ।

আয়ারল্যান্ডে ডাটা এন্ট্রি করানোর আরো একটি সুবিধা হলো দু' দেশের সময়ের পার্থক্য। দুদেশের প্রতিষ্ঠানের কমপিটারগুলো অনলাইন হেল্পের মাধ্যমে সরাসরি সংযোগ রক্ষা করে থাকে। এতে করে এক দেশের কমপিউটার অফিস সময়ের বাইরে যখন নিষ্ক্রিয় থাকবার কথা অন্যদেশের কমপিউটার স্বাভাবিক অফিস সময়ে ক্রিয়াশীল বলে এই নিষ্ক্রিয় কমপিউটারটিও কর্মক্ষম হয়ে এন্ট্রিকৃত ডাটা সংগ্রহ বা প্রেরণ করতে পারে। যেমন

ধরুণ নিউইয়র্ক লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানীর ক্লিনটন, নিউজার্সির স্টোরটিতে কমপিউটার যে সময়, নিশ্ক্রিয় থাকার কথা সে সময়ে আয়ারল্যান্ডের ক্যাশন আইল্যান্ডের কর্মীরা আটলান্টিকের ওপার থেকে ফাইবার অপটিক লাইন দিয়ে ডাটা পাঠালে তা ৩০০০ মাইল পাড়ি দিয়ে নিউজার্সিতে গভীর রাতে কমপিউটারগুলোকে জাগিয়ে তোলে। আর আয়ারল্যাণ্ডে বীমা দাবীনামার ডাটা প্রসেসিং কেবলমাত্র কী বোর্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বিশেষ করে দাবী নামার বাছাইকরণের ব্যাপারটিও অনেক সময়ই আয়ারল্যাণ্ডের কোম্পানীগুলোয় উচ্চ শিক্ষিত দক্ষ ইংরেজী জানা লোকবলের দ্বারা হয়ে থাকে। এতে করে বিশ্বের অন্যান্য সস্তায় জনপ্রিয় ডাটা এন্ট্রিকারী দেশ ফিলিপাইনের চেয়ে মজুরী একটু বেশী পড়লেও কিংবা কী বোর্ডে করার কাজ শতকরা ৫০ ভাগের চেয়ে কমে গেলেও আয়ারল্যাণ্ড বেশ প্রতিযোগিতা করে যেতে সক্ষম।

ডাটা এন্ট্রির ব্যবসায়ে আরেক উজ্জলতম দেশ ফিলিপাইনস

এ মুহূর্তে আমেরিকার বড়ো বড়ো ৩০ থেকে ৪০টি কোম্পানীর ডাটা এন্ট্রির নিয়মিত কাজ বাগিয়ে ডাটা এন্ট্রির বাজার দখলকারী আরো একটি দেশ ফিলিপাইনস। আমেরিকার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে ফিলিপাইনস এভাবে যে নিরন্তর আকর্ষণ করে যাচ্ছে এর পশ্চাতে কাজ করে থাকে অনেকগুলো কারণ—

• ফিলিপাইনের একজন ডাটা এন্ট্রিকারী ক্লার্কের মজুরী ঘন্টায় ৮০ সেন্টস্ আর এই মজুরী এশিয়ান অন্য প্রধান দুটি দেশ চীন ও ভিয়েতনামের চেয়েও অনেক কম।

• আমেরিকার সমতুল্য কাজের জন্য খরচ যেখানে ৬৫ ডলার সেখানে ফিলিপাইনের প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতি দশ হাজার কীস্ট্রোকের জন্য ষোল ভাগের একভাগ মজুরী অর্থাৎ মাত্র চার ডলার চার্জ নিয়ে থাকে।

• দক্ষ এবং স্থিতিশীল শ্রমিক সরবরাহ প্রচুর।

• যেহেতু ফিলিপাইনে এ বছর শেষ নাগাদ বেকারত্বের হার শতকরা পনেরতে উন্নীত হতে পারে সে কারণেই এখানে বহু সংখ্যক শ্রমিক তাদের কাজে লেগে থাকবার প্রবণতা দেখাচ্ছে অত্যন্ত বেশী।

• হংকং-এর একটি রিসার্চ গ্রুপ Political Economic Risk Consultancy Ltd এর মতে ফিলিপাইনের শ্রমিকদের কাজের গুণগতমান তথা শিক্ষিত কর্মশক্তি থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম ও চীনের চাইতেও বেশ ভালো।

• গোটা দেশটাই মোটামুটি ইংরেজী ভাষাভাষিতে ভরপুর।

• ফিলিপাইন ব্যুরো অফ এক্সপোর্ট ট্রেড প্রোমোশনের ব্যবসা উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ অ্যালেন টি রেইয়ের মতামত হলো এখানকার কোম্পানীগুলোর কাজের নির্ভুলতা শতকরা ৯৯.৫ ভাগ। কেননা কোম্পানীগুলো এন্ট্রিকৃত ডাটা অত্যন্ত সর্তকতার সাথে নিরীক্ষণ ছাড়াও প্রোগ্রামগুলোর সঠিকত্বও যাচাই বাছাই করে থাকে, এতে করে বলা যায় ডাটা কোডিং এখন রীতিমতো বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে।

তবে ফিলিপাইনের এ মুহূর্তে সবচেয়ে প্রাথমিক যে অসুবিধা তা হলো এখানে এখনো টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। আর ডাটা বিনিময়ে, স্যাজটেক কোম্পানীর ফাস্ট ফ্যাক্সের কথা বাদ দিলে অন্যান্য প্রায় সব কোম্পানী এখনো সময় সাপেক্ষ বিমান কুরিয়ার সার্ভিসকেই ব্যবহার করে থাকে। তবে বলার অপেক্ষা রাখে না এ অবস্থা অচিরেই পরিবর্তিত হয়ে যেতে বাধ্য, কেননা ফাস্ট ফ্যাক্স-এর সাম্প্রতিক যোগাযোগ প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সমগ্র বিশ্বের যোগাযোগ ব্যবস্থায় অস্বাভাবিকভাবে প্রভাব ফেলছে।

ডাটা এন্ট্রিতে ফাস্ট ফ্যাক্স ঃ

তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লবকে আরো ত্বরান্বিত করতে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত অভূতপূর্ব দ্রুতগতি ক্ষমতাসম্পন্ন এই ফাস্ট ফ্যাক্স। ডাটা এন্ট্রিতে ফাস্ট ফ্যাক্সের ব্যবহার বিদেশের সাথে ডাটা বিনিময়ের ব্যাপারটি করে তুলেছে ঘনিষ্ঠতাপূর্ণ। খদ্দের কোম্পানীগুলো বেশী সময় ও অর্থ ব্যয় করে এতোদিন বিমান কুরিয়ার সার্ভিস বা অন্যবিধ উপায়ে ডাটা এন্ট্রিকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে তথ্য বিনিময় করতো। এখন সে অবস্থা আমূল পাল্টে যেতে শুরু করেছে। অনেক কোম্পানী ইতিমধ্যেই স্ক্যানার কিংবা অগ্রসর প্রযুক্তির ফাস্ট ফ্যাক্স ব্যবহার করতে যাচ্ছে।ক্যানসাস সিটির স্যাজটেক ইন্টারন্যাশনাল প্রাথমিকভাবে ইলেকট্রনিক্স ফ্যাক্সের মাধ্যমে ফিলিপাইন, জ্যামেইকা আর স্কটল্যাণ্ডের কেন্দ্রগুলোয় ডাটা বিনিময় করতে শুরু করেছে ঘন্টায় সাতশ থেকে নয়শ পৃষ্ঠা করে। সম্প্রতি জাপান যোগাযোগের ক্ষেত্রে আরো উন্নত প্রযুক্তির

উন্নয়নশীল দেশে ডাটা এন্ট্রি করানোর সুবিধা অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা (যদি হয়)
+ স্বল্প মাইনের শ্রমিক	– ডাটা হারানোর ভয়
+ বিপুল সংখ্যক শ্রমিক	– নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয়
+ নিম্নমজুরী	– গোপনীয়তার /নিরাপত্তার অভাব
+ উচ্চ দায়িত্বশীলতা	– সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা
+ শিক্ষিত কর্মী (কোন কোন দেশে)	– রাজনৈতিক /অর্থনৈতিক অস্থিরতা। ভাষাগত পার্থক্য
+ ইংরেজী ভাষার প্রচলন (কোন কোন দেশে)	– অপর্যাপ্ত টেলিকমউনিকেশন লাইন সময়ের তারতম্য
+ কমপিউটারের সুবিধাদির যথাযথ ব্যবহার বিশ্রাম কালীন সময়েও করা সম্ভব।	– ভিন্নদেশীয় আইন ও নীতিমালা
+ সরকারী আর্থিক প্রেরণা	– শ্রমিক গ্রুপের প্রতিবন্ধকতা
+ কোয়ালিটি প্রোগ্রাম	– বদলীকরণ জটিলতা

তিনটি দেশের ডাটা এন্ট্রি কর্মীদের ধরন ঃ

	আমেরিকা	ফিলিপাইন্স	আয়ারল্যান্ড
গড় বয়স ঃ	১৬ থেকে ২৪	২০ – ৩০ (সফটওয়ার প্রোগ্রামারদের বয়সও বিবেচনা করা হয়েছে)	১৮—২৪
গড়মজুরী ঃ	৩১৬ ডলার প্রতি সপ্তাহে (ফুল টাইম)	২০০ ডলার প্রতিমাসে ডাটা এন্ট্রির জন্যে প্রতিমাসে সফটওয়ার	নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের ১০,০০০ ডলার প্রতিবছরে, অভিজ্ঞ পুরনোদের ক্রমান্বয়ে ১১৫০০ ডলার প্রতিবছরে
গড় শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ	১২.৮ বছর অধ্যয়ন	প্রোগ্রমিং এর জন্য হাইস্কুল ডিপ্লোমা	হাইস্কুল ডিপ্লোমা

কথা ভাবছে। এতে করে আগামী দু বছরে আভ্যন্তরীণ টেলিযোগাযোগ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের জন্যে ব্যয় প্রায় সমপর্যায়ে চলে আসবে। আর সময় ও অর্থ দুই তখন বেঁচে যাবে। খন্দের কোম্পানী তাদের যন্ত্রে যথাযথ সফটওয়্যার বা নির্দেশনা দিয়ে স্ক্যানিং কিংবা ফ্যাক্স করে নির্দিষ্ট ডাটাসমূহ পাঠালে গ্রাহকযন্ত্রের পর্দায় ওসব ফুটে উঠলে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সময় বাঁচিয়ে ও ঝামেলা এড়িয়ে ডাটা এন্ট্রিকারী অপারেটরগণ ডাটা সংগ্রহ করতে পারেন। স্যাজটেক ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক প্রদেয় ফাস্ট ফ্যাক্স সার্ভিসের আওতায় লক্ষ লক্ষ পৃষ্ঠা তথ্য ডাটা এন্ট্রিকারী প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর সুবিধা বর্তমানে যে সব আমেরিকান প্রতিষ্ঠান নিচ্ছে তাদের মধ্যে ওয়াইওর ডেইটনের মিড ডাটা সেন্ট্রাল ইনক এটি এন্ড টি, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, নিনেক্স কর্পো., হল মার্ক কার্ডস ইনক– এবং ইউএস জেনারেল সার্ভিসেস এডমিনিস্ট্রেশনের মতো বড় বড় প্রতিষ্ঠান।

স্যাজটেক ডাটা এন্ট্রির জন্যে ঘন্টায় নয় থেকে দশ ডলার আর তা ফ্যাক্স করে পাঠানোর জন্যে পৃষ্ঠা প্রতি চার থেকে পাঁচ সেন্ট আদায় করে থাকে। কোথায় কিভাবে ডাটা এন্ট্রি হয় তার ওপর নির্ভর করে আমেরিকার কোম্পানীগুলো মোটামুটি প্রতি ঘন্টায় বার থেকে পঁচিশ ডলার পর্যন্ত ব্যয় করে থাকে। অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ক্রমবর্ধমান হারে ফাস্ট ফ্যাক্স প্রযুক্তির ব্যবহার ছড়িয়ে পড়া নিয়ে চমৎকার কথা বলেছেন ডাটা এন্ট্রি ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান নরম্যান বোডেক। তিনি বলেছেন যে, ফাস্ট ফ্যাক্স করে ডাটা পাঠানোর এই সুবিধা এতটাই গ্রহনযোগ্য হয়ে পড়বে যে আগামী দুই বছরের মধ্যে দূরবর্তী দেশগুলোর ডাটা এন্ট্রি করানোর এই ইমেজিং টেকনোলজী (Imaging Technology) রীতিমতো বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বসবে।

ভারতের একটি পত্রিকায় ডিটিপির কাজ করিয়ে নেয়ার জন্য সিঙ্গাপুরের একটি প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন। উন্নত দেশগুলোর এ ধরনের কাজ এ দেশে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত যুবকদের ঘরে বসে কর্ম সংস্থানের সুযোগ দ্বার প্রান্তে এনে দিয়েছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ডাটা এন্ট্রিঃ

বিশ্বের প্রধান প্রধান ডাটা এন্ট্রিকারী দেশগুলোর অর্থনৈতিক, ভৌগলিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও বিশেষতঃ প্রযুক্তিক অবস্থা তথা সে সব দেশের জনশক্তির দক্ষতা, মেধা, কর্মস্পৃহা আর সর্বোপরি যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করে আমরা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট আর সম্পদের বাস্তব চিত্রটি মাথায় রেখেই ডাটা এন্ট্রির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পথটিতে একটি উজ্জ্বল আলোকরেখা দেখতে পাই। আমাদের কাছে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট। ঐ দেশগুলোর সাথে পরিবর্তনশীল বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশ এক চমৎকার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে পারে। এই সম্ভাবনাময় ব্যাপক ক্ষেত্রটিতে বিনিয়োগের এবং লাভালাভের ব্যাপারটা খতিয়ে দেখা দরকার।

ডাটা এন্ট্রি ব্যাপক ভিত্তিতে চালু করার এবং আন্তর্জাতিক খন্দের প্রতিষ্ঠান বিশেষত, আমেরিকান প্রতিষ্ঠানগুলোকে আকর্ষিত করার ক্ষেত্রে যে সব বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সেগুলো বিবেচনা করে তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লবের সুযোগ কব্জা করে অর্থনৈতিক অবকাঠামো বিনির্মানের কাজে কেমন করে হাত দেয়া সম্ভব তারই একটি রূপরেখা আঁকার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা সরকার, নীতি নির্ধারক ও সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে এনিয়ে বিস্তৃত আলোচনা গবেষণা ও ত্বরিৎ কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার প্রস্তাবনা রাখছি।

জনশক্তির ধরন ঃ ডাটা এন্ট্রির কাজটি কমপিউটারের নিতান্ত অপারেটর পর্যায়ের কাজ। এখানে ডাটা এন্ট্রিকারী মূলতঃ টাইপিস্টের কাজের মতোই সহজ সাধারণ কাজ করে থাকেন। বিদেশী খন্দের কোম্পানীই এক্ষেত্রে সাধারণতঃ সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম সরবরাহ করে থাকে। এতে করে গোটা কাজ বলতে গেলে কমপিউটারের কী বোর্ডের ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সে কারণেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতা বা প্রস্তুতির প্রয়োজন খুবই কম। এসএসসি বা এ ধরণের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন লোকেরাই শ্রমপ্রধান ডাটা এন্ট্রিতে খুব ভালোভাবে কাজ করতে পারে। এখানে বাংলাদেশে শিক্ষিত বেকার তরুণদের সংখ্যাটিতো লক্ষ লক্ষ। যা দরকার তা হলো নিতান্ত স্বল্পমেয়াদী সহজ কিছু প্রশিক্ষনের। যা অনায়াসে এখনই বাংলাদেশের সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যেমন বি সি সি, বাংলাদেশ শ্রম জনশক্তি ও কর্মসংস্থান বুরো সহ বিভিন্ন কমপিউটার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, কমপিউটার ভেণ্ডার প্রতিষ্ঠান তথা বিশ্ববিদ্যালয় ও টেকনিক্যাল কলেজসমূহ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী হাতে নিতে পারে। বিদেশী প্রশিক্ষক বা বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে এদেশ থেকেই বাছাই করে কয়েকজন দক্ষ প্রোগ্রামার প্রশিক্ষককে ৩–৬ মাসের নিবিড় প্রশিক্ষণ দিয়ে উন্নত পর্যায়ের প্রশিক্ষক তৈরী যায়। অতঃপর এরাই পরবর্তীতে দেশে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর প্রসার ঘটাবেন। এছাড়া আমরা যতদূর জানি দেশেই বেশ কয়েকজন ভালো কমপিউটার বিশেষজ্ঞ যেমন প্রশিক্ষক রয়েছেন, তেমনি প্রবাসী বাংলাদেশী অনেকেই ডাটা এন্ট্রির ব্যবসায়ে, প্রশিক্ষণে যথাযথ প্রেরণা ও সুযোগ পেলে এগিয়ে আসতে পারেন। দেশে গড়ে ওঠা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো নিতান্ত ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি পরিহার করে দেশ ও জাতির কল্যাণের কথা ভেবে সর্বস্তরের সহজলভ্য প্রশিক্ষণ স্বল্প মূল্য ও সময়ে প্রদানের ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এক্ষেত্রে ত্বরিৎ ফল লাভ সম্ভব। এতে করে কমপিউটারায়ন তথ্য কমপিউটার স্বাক্ষরতাও সহজতর হয়ে পড়বে।

উৎপাদন ক্ষমতা, সরবরাহের দ্রুততাও নির্ভুলতাঃ বিদেশী ফরমায়েশদাতা কোম্পানীগুলো সংগত কারণেই এ ব্যাপারে অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব আরোপ করে থাকে বলার অপেক্ষা রাখেনা বাংলাদেশের কর্মী শ্রমিকরা প্রশিক্ষণ পেলে সহজেই এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মানে পৌঁছতে সক্ষম হবে। কেনা এদেশের মানুষের মেধা আর বুদ্ধিমত্তার কমতি নাই — অভাব সুষ্ঠু ব্যবস্থপনা আর সংগঠনের।

নির্ভরযোগ্যতা ঃ সময়মতো গুরুত্ব সহকারে ডাটা সংগ্রহ ও এন্ট্রির পর সরবরাহ করার ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টি করা তেমন কঠিন কাজ নয়। খন্দের কোম্পানীগুলো কাজ দেবার আগে এই ফ্যাক্টরটা দেখেন। আমাদের দেশের বড়োজোর এক বছর সময় লাগবে এই বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে। এরমধ্যে সারা বিশ্বের কাছে বাংলাদেশ নির্ভরযোগ্য ডাটা এন্ট্রিকারী দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে পারবে।

সৃষ্টিশীলতা ঃ ডাটা এন্ট্রির কাজে শ্রমিকদের যথেষ্ট সৃষ্টিশীল হওয়ার দরকার নেই। তবু বলা যায় বাংলাদেশের একটি প্লাস পয়েন্ট। এখানে সৃষ্টিশীলতার প্রমাণও প্রচুর।

স্বল্প মজুরী ঃ বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের সস্তার ডাটা এন্ট্রি করানোর সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই। আমেরিকায় একজন অপারেটর যেখানে ঘন্টায় ৮ থেকে ১০ ডলারে পারিশ্রমিকে কাজ করে,

বাংলাদেশে তা ঘন্টায় আধ ডলার মজুরিতে করানো সম্ভব। অর্থাৎ ১৬ থেকে ২০ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

শ্রমিক সহজলভ্যতার নিশ্চয়তা : জনবহুল বাংলাদেশ শ্রমিকের ঘাটতি কখনোই ঘটবেনা কেননা লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত কর্মী কাজের জন্যে বাংলাদেশে মাথা কুটছে। আর বেকারত্বের হার এখানে প্রতি বছরই বাড়ছে।

ভৌগলিক অবস্থানগত সুবিধা : বাংলাদেশের সাথে আমেরিকার দূরত্ব একটু অসুবিধা সৃষ্টি করলেও দুদেশের সময়ের তারতম্য আছে বলে সুবিধাও আছে। ওখানে রাতে যখন কমপিউটার নিষ্ক্রিয় থাকবে বাংলাদেশের মেশিন তখন দিবা ভাগে সক্রিয় থাকবে বলে অন লাইন হেল্প ছাড়াও টেলেক্স ফ্যাক্স বা অন্য উপায়ে ওখানকার মেশিনের সাথে যোগাযোগে ডাটা এন্ট্রির কাজ সহজেই করতে পারবে। এতে কাজের পরিমাণ ও বেড়ে যাবে।

টেলিকমিউনিকেশন বা অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা : বিদেশী কোম্পানীদের চাহিদা মোতাবেক মাঝামাঝি ধরণের উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার দরকার ডাটা এন্ট্রিতে। ফরমায়েশ দাতা কোম্পানীর কাগজপত্র বিমানে বা কুরিয়ার সার্ভিসে, টেলেক্স ফ্যাক্সের কিংবা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সংগ্রহ করে ডাটা এন্ট্রির পর ডিস্ক কিংবা তথ্য যথারীতি একইভাবে পাঠিয়ে দেয়া হয়। বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই দক্ষিণ এশিয়ায় উন্নততম টেলি-কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠিত করেছে। আগামী দুচার বছরেই জাপান যেমনটি ভাবছে যে তারা টেলি-কমিউনিকেশন প্রযুক্তিতে এতটাই অগ্রগতি লাভ করতে পারবে যে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক কলের চার্জ সমান ও সর্ব নিম্ন পর্যায়ে নেমে আসবে। ফার্ট ফ্যাক্সতো এখনই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে।

বাংলাদেশ এখন একটু অগ্রসর হয়ে বৈদেশিক সহযোগিতা গ্রহণ করে বর্তমানে চালু এশিয়া স্যাটের দুটি চ্যানেলকে খাটিয়ে বা আরো সম্প্রসারিত করে এখানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

দেশীয় বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদেরকে অনায়াসেই গবেষণা কর্মে উৎসাহ ও প্রেরণা দিলে স্বল্প ব্যয়ে নিজেদের প্রযুক্তি নিয়েও টেলি-কমিউনিকেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা সম্ভব। ফরমায়েশ দাতা কোম্পানীগুলোই এখানে সহায়তা দিতে পারে। বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক সম্পদ বিভাগ একটু তৎপর হলে বিদেশের সাথে ঘনিষ্টতর আলোচনার ভিত্তিতে এখনই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। মনে রাখা দরকার — এক্ষেত্রে ব্যয় মূলতঃ বিপুল অংকের ভবিষ্যত মুনাফার রাস্তাটিকেই খুলে দিতে সাহায্য করবে।

ইংরেজী ভাষার ব্যবহার : ডাটা এন্ট্রিতে ইংরেজী ভাষা ভাষী লোকেরই যে দরকার এমন কোনো কথা নেই। আশার কথা ইংরেজী ভাষা আমাদের দেশে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে চালু থাকার কারণে প্রয়োজনীয় মান আমরা ইতিমধ্যেই অর্জন করেছি।

অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় : বিদেশী কোম্পানী সমূহ বেশ গুরুত্বের সাথে এ দিকটি বিবেচনা করে থাকে। বাংলাদেশে আনুষঙ্গিক সমস্ত কিছুর দাম নিম্ন পর্যায়ে।এখানে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে সব ধরণের রিসোর্সের ব্যবহারের জন্যে ব্যয় অত্যন্ত কম। সস্তায় ভালো মানের সেবা পাওয়া একমাত্র বাংলাদেশ থেকেই অধিকতর সম্ভব।

সরকারী সহায়তা ও অনুপ্রেরণা : সরকারী সহায়তা ও অনুপ্রেরণা বিদেশী ফরমায়েশ দাতা কোম্পানীগুলো মোটামুটি আশা করে থাকেন। সরকারী পর্যায়ে এনিয়ে চিন্তা ভাবনা, নীতি নির্ধারণ এবং বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণের যেমন দরকার বেসরকারী পর্যায়ে তেমনি বিনিয়োগ ও কর্মকাণ্ড মসৃণভাবে পরিচালিত যাতে হতে পারে তার জন্যে দরকার সহজ সরল ব্যবস্থা প্রবর্তনের আওতায় মনিটরিং । বিসিসি, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো, শিল্প ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংক জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থাসহ শিক্ষা মন্ত্রনালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ এক্ষেত্রে অহেতুক জটিলতা বর্জন করে সরল কর্ম পন্থায় ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে উদারভাবে একযোগে উৎসাহিত করলে সবচাইতে বেশী ফললাভ সম্ভব। বাংলাদেশে এখন বেশ কয়েকজন গোপনে সীমিত আকারে ডাটা এন্ট্রির কাজ করছে। এ ব্যাপারে তারা সবাই মুখ খুলতে নারাজ। কারণ দেশে বৈধভাবে একাজ করার সহজ কোন সরকারী নীতি নেই।

মুক্ত রপ্তানী ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা : সবচেয়ে ভালো হয় ইপিজেড ধরনের ফ্রি ট্রেড প্রোমোশন জোন স্থাপন করলে। এতে করে খোলানীতির আওতায় বিপুলায়তন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে পারে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, শ্রীলঙ্কার মতো "কমপিউটার পল্লী" বা "ডাটা এন্ট্রি পল্লী" র রপ্তানী উন্নয়ন এলাকা স্থাপন করা অত্যন্ত ফলদায়ক হবে। মূলধন বিনিয়োগ ও রপ্তানী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে কর আরোপ ইত্যাদি ধরণের বিধিনিষেধ যথা সম্ভব নিম্ন পর্যায়ে রেখে প্রাথমিকভাবে ব্যাপকভিত্তিতেও ডাটা এন্ট্রির কাজ চালু করলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক বড়ো ধরনের গতি সঞ্চার ধাক্কা এসে যেতে পারে।

উপসংহার : কমপিউটার জগৎ পত্রিকা প্রথম তিনটি সংখ্যায় দেশের খ্যাতনামা কমপিউটার বিশেষজ্ঞ, বুদ্ধিজীবি, কমপিউটার ভেণ্ডার প্রতিষ্ঠান, কমপিউটার প্রেমী মানুষ তথা দেশের কল্যাণকামী চিন্তাশীল ব্যক্তি বর্গের সাক্ষাতকার প্রকাশ করেছে। স্বনামধন্য, খ্যাতিমান সাংবাদিক নাজিমউদ্দিন মোস্তান এবং ভূঁইয়া ইনাম লেনিনের ঐ "জনগনের হাতে কমপিউটার চাই" প্রতিবেদনে একটি কথাই বারবার প্রতিভাত হয়েছে যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভাগোন্নয়নের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়নি। বরং বলা যায় অত্যন্ত চমৎকার ভাবেই বিশ্ব অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক অবদান রক্ষাকারী তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লবের শনৈঃ শনৈঃ অগ্রযাত্রাই বাংলাদেশের ভবিষ্যতকে গড়ার এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে। আমরা শিল্প বিপ্লবে পিছিয়ে পড়েছিলাম। সঠিক সময়োচিত সিদ্ধান্ত আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তখন গ্রহণ করতে পারেননি বলে। আজো আমরা সে দুর্ভাগের খেসারত দিচ্ছি।

উন্নত বিশ্বের থেকে আমাদের ব্যবধান হয়েছে দুস্তর। আর আজ এমনি আর একটি সুযোগ এসেছে তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লবের সুফলকে ব্যবহার করে উপযুক্ত নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে আয় ও প্রযুক্তির পথটিকে কব্জা করে সম্মুখে এগিয়ে যাবার। ক্ষয়িষ্ণু প্রযুক্তিকে পাশ কাটিয়ে চলমান দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনৈতিক স্বাচ্ছলতা এনে দিতে পারে এমন একটি প্রযুক্তির পেছনে ধাওয়া করাকে Lcap froging ঝাঁপ দিয়ে এগুনো বলে। আমরা অনায়াসেই ঝাঁপ দিয়ে এগিয়ে অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে মজবুত করার জন্যে প্রাথমিক ভাবে ডাটা এন্ট্রি দিয়ে শুরু করলে পর্যায়ক্রমে সফটওয়্যার উন্নয়ন এবং সাথে সাথে ইলেকট্রনিক্সে উদ্ভাবন ও উন্নয়নের প্রকল্পেও ব্যাপক ভিত্তিতে হাত দিতে পারবো। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত শ্রীলঙ্কা সিঙ্গাপুর, হংকং তাইওয়ান বলতে গেলে আমাদের মত অবস্থান থেকে যাত্রা শুরু করে আজ বিরাট বৈদেশিক মুদ্রার আয়ের পথটি উন্মুক্ত করেছে। আর আমাদের যেখানে অনেক অনেক জনশক্তি, মেধা, সুবিধা, রিসোর্স রয়েছে সেখানে আর বসে থাকবার অবকাশ নেই।

প্রযুক্তি উন্নতির ফলে এখন ডাটা এন্ট্রি ছাড়াও এদেশে প্রায় ঠিক একইভাবে উন্নত দেশগুলো থেকে ডি-টি-পি বা প্রকাশনার কাজ, আইন বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কনসালটেন্সির কাজ এনে এখান থেকে সহজেই কম মূল্যে করিয়ে নেয়া সম্ভব। এতে করে ব্রেইন ড্রেনের মত সমস্যা ও অনেকটা কমানো যেতে পারে। আর উন্নত দেশগুলোও তাদের দেশের ভিন্ন কালচারের ইমিগ্রেশন সমস্যা লাঘব করতে পারে।

একটি সুন্দর সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার দীপ্ত প্রত্যয় নিয়ে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার সবকিছুর উর্ধে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ব্যাপারকে অধিকতর গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে বিশ্বের তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লবে বাংলাদেশকে সামিল করার জন্য একটি সঠিক সংগঠিত সুসমন্বিত বাস্তবসম্মত ত্বরিৎ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এলেই দেশ ও জাতির ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে অর্থনৈতিক মুক্তির একটি সম্ভাবনার দ্বারা উন্মোচন করা সম্ভব হবে। প্রযুক্তিবিহীন রাজনীতি ও প্রযুক্তিবিহীন অর্থনীতি নিয়ে আমরা টিকে থাকতে পারবো না। রাষ্ট্রনায়কদের চিন্তায়, নীতিনির্ধারকদের প্রজ্ঞায় বাস্তবায়নকারীদের একাগ্রতায়, প্রযুক্তির মাধ্যমে ভবিষ্যতকে জয় করে দারিদ্র্য ও হতাশা দূর করার সংকল্প থাকলেই এ অজানা সম্পদের রাজ্যের দ্বার আমাদের সামনে খুলে যেতে পারে। এর জন্য দরকার আন্তরিকতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টা। •

• তথ্য সূত্র : "US Firms Go Offshore for Cheap DP" — GARY H. ANTHES.